39 years

ISSN 2454-5449

আঞ্চলিক ইতিহাস ও
লোকসংস্কৃতি সংখ্যা

গ্রামীণ পুঁথি

Gramin Punthi

প্রবন্ধকারের সৌজন্য সংখ্যা : শ্রীমতী ডালিয়া হালদার

৩৯ তম বর্ষ শারদ সংখ্যা ১৪২৭/২০২০

ISSN 2454-5440

গ্রামীণ পুথি

(Gramin Puthi)

Regd. No. WBBEN/04/13582

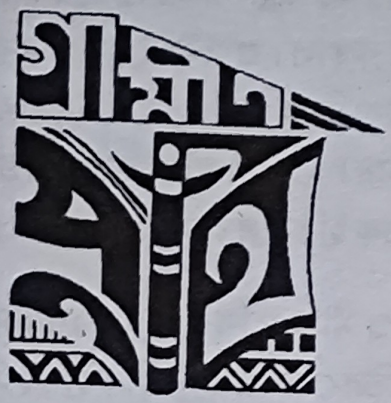

তপনকুমার সেন

সম্পাদক

১৯) বাংলা লোকসাহিত্যে পুরুষতন্ত্র -
(সপ্তদশ শতক থেকে ঊনবিংশ শতক) - দিগেন বর্মণ ১৩৮
২০) বাংলার দারু বিগ্রহ : ঐতিহ্য ও পরম্পরা - সোমা মুখোপাধ্যায় ১৫১
২১) গণেশ ঘোড়াই এখনো রাস্তায় বেণীপুতুলের নাচ দেখান - দীপক বড় পণ্ডা ১৫৭
২২) আনন্দপুরের রেশম-তসর শিল্প - শিল্পা শীল ১৬০
২৩) ছড়ায় সমাজ চালচিত্র - মহ: আব্দুল্লা ১৬৬
২৪) প্রতিমার অস্ত্র নির্মাণ শিল্পে হাওড়া - তপনকুমার সেন ১৮১
২৫) দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার হারিয়ে যাওয়া লোকশিল্প - জালাল মল্লিক ১৮৬

লোকগানের উৎস সন্ধানে

২৬) ভাওয়াইয়া - সুখবিলাস বর্মা ১৯৫
২৭) উত্তরবঙ্গের মেছেনী গান - দীপক কুমার রায় ২০৬
২৮) উত্তরবঙ্গের সাধুগান - ধনঞ্জয় রায় ২১৫
২৯) ভাদু ও টুসু - রামশঙ্কর চৌধুরী ২৪১
৩০) সুন্দরবনের লোকসংগীত - সায়ন দাস ২৫৯

আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

৩১) অতীতকে চেনা যায় বিরহড়দের মাঘিপূজায় - ড. জলধর কর্মকার ২৬৩
৩২) Agricultural Practices Among the Santhals and the Birhors of Purulia District (1966-2017 A.D.) : An overview - Sahadev Karmakar ২৬৯

প্রত্নস্থাপত্য ও প্রাচীন ইতিহাস

৩৩) প্রত্নক্ষেত্র পাথরকাটি - সুশীল বর্মন ২৭৭
৩৪) মন্দির গাত্রে দেবী দুর্গা : প্রসঙ্গ হাওড়া জেলা ডালিয়া হাজরা ২৮১
৩৫) টেরাকোটার মন্দির স্থাপত্য - রিম্পা ভট্টাচার্য ২৮৬

গ্রন্থ চর্চা

৩৬) ড. শিবেন্দু মান্নার 'বাংলার লোকশিল্প নন্দনতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব' -
আলোচনায় সোমা মুখোপাধ্যায় ২৯০
৩৭) দীপঙ্কর ঘোষ ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরীর 'বাংলার পুতুল' -
আলোচনায় ত্রিলোচন পাঠক ২৯৩

ডালিয়া হাজরা

মন্দির গাত্রে দেবী দুর্গা : প্রসঙ্গ হাওড়া জেলা
(সপ্তদশ শতক থেকে উনিশ শতক)

সংক্ষিপ্তসার : সপ্তদশ শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্যে আমাদের বাংলায় বিশেষত দক্ষিণবঙ্গে অসংখ্য ঐতিহ্যশালী পোড়ামাটির মন্দির নির্মিত হয়েছিল। হাওড়া জেলাতেও এই সময় পোড়ামাটির অলংকরণ সমৃদ্ধ বেশ কিছু মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এই পোড়ামাটির (টেরাকোটা) মন্দিরগুলিতে একদিকে যেমন সেসময়কার মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছিল তেমনি রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি ফলকও খোদাই করা হয়েছিল। যেসমস্ত দেবদেবীর মূর্তি মন্দিরগাত্রে খোদাই করা হয়েছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হল দেবীদুর্গার বিভিন্ন রূপের অপরূপ মূর্তি। হাওড়া জেলার বেশ কয়েকটি মন্দিরে দেবীদুর্গার মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি লক্ষ করা যায়। আবার বেশ কয়েকটি মন্দিরে দেবীদুর্গার সিংহবাহিনী মূর্তি খোদাই করা হয়েছে। আবার কোনও কোনও মন্দিরে দেবীদুর্গার পারিবারিক জীবন চিত্রও উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

আমাদের ভারতবর্ষ একটি প্রাচীন ও সমৃদ্ধশালী দেশ। আমাদের সর্বত্র অসংখ্য স্থাপত্যরাজির নিদর্শন বিরাজমান। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের মতো আমাদের পশ্চিমবাংলাতেও অসংখ্য ঐতিহ্যপূর্ণ স্থাপত্যরাজির নিদর্শন রয়েছে। তবে এই স্থাপত্যরাজির মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হল মন্দির স্থাপত্য। বাংলার মন্দির স্থাপত্যের ইতিহাস বেশ প্রাচীন ও ঐতিহ্যশালী। আমাদের বাংলার মন্দির স্থাপত্যের কিছু নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে আর এজন্যই বাংলার মন্দির স্থাপত্য এক ও অদ্বিতীয়।

সেই প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ করে পূজা অর্চনা করতে শুরু করেছিল। প্রসঙ্গ উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর প্রায় সব প্রাচীন সভ্যতাতেই বিভিন্ন দেবদেবীর অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ ঠাকুরদেবতাকে একান্ত আপনজন বলে মনে করত। আবার একান্ত এই আপনজনের জন্য সিংহাসনও প্রতিষ্ঠা করেছে আবার বাসগৃহও নির্মাণ করেছে। দেবদেবীদের এই বাসগৃহ বা আবাসস্থলকেই মন্দির বলা হয়। এই মন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে মানুষের স্থাপত্য চেতনার বিকাশ ঘটেছিল। আর এজন্যেই মন্দির নির্মাণের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজ হয়ে উঠেছিল। মন্দির নির্মাণের সাথে সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটা সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। মন্দির পরিকল্পনা ও নির্মাণের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটেছিল। আবার এই আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সঙ্গে ব্যবহারিক মূল্যবোধের